করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে লেখা পৌলের দ্বিতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৭

(১)প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এসব ওয়াদাগুলো যখন আমাদেরই জন্য, তখন এসো, আমরা দেহ-মনের সমস্ত নোংরামি থেকে নিজেদেরকে পাক-সাফ করি এবং আল্লাহকে ভয় করে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে উঠি।

(২)তোমাদের হৃদয়ে আমাদেরকে স্থান দাও; আমরা তো কারো ওপর অন্যায় করিনি, ক্ষতি করিনি এবং কারো কাছ থেকে সুযোগ নেইনি।

(৩)আমি তোমাদের দোষী করার জন্য একথা বলছি না; কেননা আমি আগেই বলেছি, তোমরা আমার হৃদয়ে রয়েছো; যেনো আমরা একসাথে মরি এবং একসাথে বাঁচি।

(৪)তোমাদের নিয়ে আমি প্রায়ই অহংকার করি; তোমাদের নিয়ে আমি খুবই গর্বিত; আমার সান্ত্বনার অভাব নেই; আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মাঝে আমাদের আনন্দ সীমাহীন।

(৫)এমনকি মেসিডোনিয়ায় পৌঁছেও আমাদের শরীর বিশ্রাম পায়নি; বরং সবখানেই আমরা কষ্ট পেয়েছি - বাইরে ছিলো বিবাদ আর ভেতরে ছিলো ভয়।

(৬)কিন্তু আল্লাহ, যিনি হতাশাগ্রস্ত মানুষকে সান্ত্বনা দেন, তিনিই হযরত তিত র. এর আসার মধ্য দিয়ে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন, (৭)শুধু তাঁর আগমনের জন্য নয় বরং তোমরা তাকে সান্ত্বনা দিয়েছো জেনেও আমরা সান্ত্বনা পেয়েছি; আমার জন্য তোমাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা, শোক পালন ও দৃঢ় সমর্থনের কথা তিনি আমাকে জানিয়েছে; আর তাতে আমি আরো আনন্দিত হয়েছি।

(৮)যদিও আমি আমার চিঠির দ্বারা তোমাদের দুঃখ দিয়েছিলাম, তবুও সেজন্য আমার কোনো দুঃখ নেই- (যদিও আমি দুঃখীত ছিলাম- কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম যে, ওই চিঠি দিয়ে অল্প সময়ের জন্য হলেও আমি তোমাদের দুঃখ দিয়েছি)।

(৯)কিন্তু এখন আমি আনন্দিত; তোমরা দুঃখ পেয়েছিলে বলে নয় বরং দুঃখ পেয়ে তোমরা তওবা করেছো বলে; আল্লাহর ইচ্ছাতেই তোমরা ওই দুঃখ পেয়েছিলে, যাতে আমাদের দ্বারা তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

[১০]আল্লাহর দেওয়া দুঃখ এমন তওবার চেতনা দেয় যা নাজাতের দিকে নিয়ে এবং তাতে দুঃখ করার কিছুই থাকে না কিন্তু দুনিয়ার দেওয়া দুঃখ মৃত্যুও জন্ম দেয়।

[১১]ভেবে দেখো, আল্লাহর দেওয়া দুঃখ তোমাদের মধ্যে কতোটা আন্তরিকতা; নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য তোমরা কতো আগ্রহী হয়ে উঠেছো; অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা কতো ক্ষুব্ধ, কতো উদ্বিগ্ন, তোমরা কতো আকুল, কতো উদ্যোগী, অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতে কতো তৎপর! প্রতিটি ক্ষেত্রেই তোমরা নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করেছো।

[১২]সুতরাং, যদিও আমি তোমাদেরকে লিখেছিলাম, তবে তা যে অন্যায় করেছে বা যার ওপর অন্যায় করা হয়েছে, তার জন্য নয় বরং আমাদের জন্য তোমাদের যে আকুলতা, আল্লাহর সামনে তা যেন তোমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারো, সেজন্যই লিখেছিলাম।

[১৩]এর মাঝেই আমরা সান্ত্বনা পেয়েছি। সেই সান্ত্বনার সংগে হযরত তিত র. এর আনন্দ দেখে আমরা আরো বেশি আনন্দিত হয়েছি, কারণ তোমরা সবাই সত্যই তার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছ।

[১৪]কারণ আমি যদি তোমাদের নিয়ে তার কাছে কোনো বিষয়ে গর্ব করে থাকি তাহলে সেজন্য আমাকে লজ্জায় পড়তে হয়নি; বরং তোমাদের কাছে আমরা যাকিছু বলেছি তার সবই যেমন সত্য ছিলো তেমনি হযরত তিত র. এর কাছে আমাদের গর্বও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। [১৫]এবং তোমরা সবাই তার প্রতি যে বাধ্যতা দেখিয়েছো, যেভাবে অকৃত্রিম সম্মানের সাথে তাঁকে গ্রহণ করেছো এবং তা স্মরণ করে তোমাদের প্রতি তার ভালোবাসা আরো বেড়ে গেছে।

[১৬]আমি আনন্দিত, কারণ তোমাদের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।